জেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

জেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রার্থীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে শনিবার বিকালে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী আব্দুস সালাম, স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী গোলাম রসুল। এসময় বিভিন্ন ওয়ার্ডের সধারণ সদস্য ও সংরক্ষিত নারী সদস্যরা।

নির্বাচনের প্রার্থীরা আসন্ন নির্বাচন নিয়ে নানা ধরণের সংকার কথা তুলে ধরেন। নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠ করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের আশ্বাসন প্রদান করেন।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নাজমুল হুদা,জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোঃ আবু আনছার।

মতবিনিময় সভায় জেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সংরক্ষিত নারী সদস্য প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের ইভিএম বিষয়ে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ

আর মাত্র ১ দিন পর মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচন। নির্বাচন সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের ইভিএম বিষয়ে ২

দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শনিবার বিকালে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষ হয়। এর আগে গতকাল শুক্রবার সকালের দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

জেলা পরিষদ নির্বাচনের দায়িত্ব প্রাপ্ত সহকারি রিটার্নিং অফিসার ও মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ আবু আনছার প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২ দিনের এই প্রশিক্ষণে ২৪ প্রস্তাবিত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ইভিএম বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

মেহেরপুর শহরে হেরোইনসহ মাদক কারবারী আটক

মেহেরপুর শহরে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদক বিরোধী অভিযান ১৫ পুরিয়া হেরোইনসহ শাহিন আলী নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে।

আটক শাহিন আলী মেহেরপুর শহরের চক্র পাড়া আবুল কাশেমের ছেলে। শনিবার (১৫ অক্টোবর) বিকালের দিকে মেহেরপুর বাস টার্মিনাল থেকে শাহিন আলীকে আটক করা হয়।

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম তাকে আটক করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ (সংশোধনী/২০২০) সনের ৩৬(১)সারণির ৮ (ক) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আটক শাহিন আলী কে আদলেতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে গোবিন্দপুর ষ্টার ক্লাব জয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের ৩য় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের ৩য় ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে দুধপাতিলা স্পোর্টিং ক্লাব বনাম গোবিন্দপুর ইস্টার ক্লাব।

খেলায় দুধপাতিলা স্পোর্টিং ক্লাব কে ২-০গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে গোবিন্দপুর স্টার ক্লাব। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে প্রধান অতিথি ইয়ুথ ক্লাবের উপদেষ্টা আমজাদ মিয়ার হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় গোবিন্দপুর ষ্টার ক্লাবের ০৭ নং জার্সি পরিহিত সাদিক কে। প্রধান অতিথি আমজাদ মিয়া বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন,আবু বকর সিদ্দিক, নজরুল ইসলাম, জসিম উদ্দিন মনোয়ার, সাবেক ফুটবলার মুন্নাফ হোসেন, সামসুল আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো, আব্দুল মালেক,মালেক ভুঁইয়া, ক্রীয়া সম্পাদক রাজীব, স্বপন, রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ, আজমল ও শামীম খাঁন।

মেহেরপুরে বিশ্ব ডিম দিবস পালিত

প্রতিদিন একটি ডিম, পুষ্টিময় সারাদিন” এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে বিশ্ব ডিম দিবস।

গতকাল শুক্রবার সকালে ডিম খাওয়ানো ও আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে দিবসটি পালিত হয়।

বিশ্ব ডিম দিবসের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সাইদুর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আশরাফুজ্জামান ভূঁইয়া। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সৈয়দ সাকিবুল ইসলাম, আবু বক্কর, আরিফুল আলম রফিকুল ইসলাম প্রমূখ। পরে ডিম খাওয়ানোর উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে জেলা ও উপজেলা প্রাণী সম্পদ কার্যালয়ে কর্মকর্তা, কর্মচারী, মুরগী খামারারীসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে জেলা পরিষদ নির্বাচন

নিয়ে সদর আওয়ামী লীগের সংবাদ সম্মেলন

আসন্ন ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিরুদ্ধে আচরণ বিধি লঙ্ঘনসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ এনে সংবাদ সম্মেলন করেছে ঝিনাইদহ সদর থানা আওয়ামী লীগ।

শনিবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আওয়ামী মনোনীত চশমা প্রতিকের প্রার্থী কনক কান্তি দাসের পক্ষে এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ঝিনাইদহ সদর থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম হীরন স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলে ধরেন। তিনি অভিযোগ করেন, স্বতন্ত্র প্রার্থী এম হারুন অর রশীদ ভোটারদের টাকা দিয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন মোবাইল ফোনে বিকাশ নগদ এর মাধ্যমে ভোটারদের এসব টাকা প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া টাকা দিয়ে পবিত্র কোরআন শরিফ ছুয়ে শপথ করানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন। টাকা দেওয়ার বেশ কিছু প্রমানসহ নির্বাচন কমিশনকে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান।

তিনি আরও বলেন স্বতন্ত্র প্রার্থীর পরিচালিত এনজিও সৃজনী ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ভোটারদের টাকা দেওয়ার অভিযোগ আছে। এজন্য সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে ভোটের সময় এনজিও বন্ধ রাখাসহ নির্বাচনের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জোর দাবি জানান। এছাড়া অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সাংবাদিকসহ সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সদর থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য জে এম রশিদুল আলম, ঝিনাইদহ পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি তোবারক হোসেন টোনা জোয়ার্দ্দার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, আগামী ১৭ অক্টোবর ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের কথা রয়েছে। নির্বাচনে ২ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী ও সংরক্ষি নারী আসনসহ ৩৫জন সদস্য প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে এগিয়ে যেতে চান সীমান্ত

তার নাম সীমান্ত। পুরো নাম হুসাইন আব্দুল্লাহ সালেহ সীমান্ত। রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়েই এগিয়ে যেতে চান সামনের দিকে। কুষ্টিয়ায় রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে যে ক’জন শিল্পী রয়েছে এই অল্প বয়সে তার মধ্যে অন্যতম এই সীমান্ত।

মায়ের ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিয়ে ২০০৫ সালের দিকে প্লে গ্রুপে অধ্যায়নকালীন সময়ে কুষ্টিয়া জেলা শিশু একাডেমি থেকে পথচলা শুরু। এরপর সীমান্তর গানের হাতেখড়ি হয় ওস্তাদ খন্দকার মিজানুর রহমান বাবলুর মাধ্যমে। পরবর্তীতে কোহিনূর খানমের হাত ধরে আজ এই সঙ্গীত চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন সীমান্ত।

তার বাবা গোলাম হোসেন, অগ্রণী ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কবি জেসমিন হোসেন মিনির তিন ছেলের মধ্যে সবার ছোট এই সীমান্ত। বর্তমানে পড়াশোনা করছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি)’তে ইলেকট্রনিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিকস ইন্জিনিয়ারিং এ তৃতীয় বর্ষে অধ্যায়নরত।

সম্প্রতি, সীমান্তর শিল্পী হয়ে ওঠার গল্প নিয়ে তুলে ধরেছেন এসএম জামাল।

কুষ্টিয়া জেলা শিশু একাডেমি থেকে পথচলা শুরু হলেও নিয়মিত সঙ্গীত চর্চা করতো তিনি। ধীরে ধীরে রবীন্দ্র সঙ্গীতের উপর চর্চা বেশি থাকায় তার উপর ঝুঁকে পড়ে। অবশ্য অস্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী থাকা অবস্থায় ব্যান্ডের গান শোনার মধ্য দিয়ে অর্থহীন ব্যান্ডের জনপ্রিয় গান ‘অদ্ভুত সেই ছেলেটি আবার শুরু করলো হাটা, কালো লম্বা এলোমেলো চুলে চোখ দুটো তার ঢাকা, এই গানটির কারনেই গিটারের প্রতি আগ্রহ তৈরী হয়। গিটারিস্ট হিসেবে শুরু করেন তিনি। এখন গিটার এবং হারমোনিয়াম তার প্রিয়। শখের বশে গান করলেও প্রফেশনাল শিল্পী হওয়া তার মূল উদ্দেশ্য ছিলো না, ইচ্ছেটাকে বাস্তব রূপ দেওয়া এবং মনের খোরাক মেটানো-ই ছিলো মূখ্য বিষয়।

তার সেই ইচ্ছেটা নিজের অজান্তেই প্রফেশনাল শিল্পী হওয়ার দিকে ধাবিত করেছে। পাশাপাশি শিল্পী হিসেবে যুক্ত আছে শিল্পকলা একাডেমীতে। বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী কেন্দ্রে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও আধুনিক গানের নিয়মিত শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

শুরু থেকেই সুরে সে খুঁজে ফিরেছে নিজ মাটির গন্ধ। পরবর্তীতে তার মায়ের সেই ইচ্ছেকে নিজের স্বপ্নে রুপান্তরিত করেছে, রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি ভালোলাগা ধীরে ধীরে পরিনত হয়েছে ভালোবাসায়। মা- বাবার গর্বিত সন্তান হয়ে যথাযথ সম্মান উপহার দিতে পারা এবং ভালো মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাঝেই সার্থকতা।

জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় অংশ নিয়েছেন সীমান্ত। ২০০ জন প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পী নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে তার গানের এলবাম এর মোড়কও উম্মোচন হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশন পরিচালিত সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত বিভাগীয় পর্যায়ে রবীন্দ্র সংগীতে ২য় মানের শিল্পীতে তালিকাভুক্ত হয়।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে দেশব্যাপি সংগীত প্রতিযোগিতা ২০১০-২০১১ কুষ্টিয়া, খুলনা, ঢাকা গ্রুপ-ক স্থান- ১ম জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতা-২০১৩ কিশোর বিভাগে ২য় মানে, জাতীয় বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে গোল্ড মেডেল ২০১৩

জাতীয় বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্র সংগীত এ গোল্ড মেডেল -২০১৬ শিশু একাডেমি, স্কুল, কলেজ, পর্যায়ে বিভিন্ন সনদপত্র প্রাপ্ত। এছাড়াও শিশু একাডেমি ও শিল্পকলা একাডেমিতে তার অনেক সাফল্য রয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমীর আয়োজনে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক সংগীত প্রতিযোগিতা কুষ্টিয়ার কন্ঠ তে সেরা পাঁচের মধ্যে অবস্থান করছে সীমান্ত।

প্রতিযোগিতায় কুষ্টিয়ার দুইশ শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে টপটেন ছাড়িয়ে ৫ জনের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ ঘোষণা করা হবে। আমি ভীষন আশাবাদী। আল্লাহ চাইলেই আমি ভালো কিছু করবো। তবে বিচারকরা ভালো বলতে পারেন।

শিল্পী হয়ে ওঠার পথচলায় কাদের অবদান সবচেয়ে বেশি এমন প্রশ্নের

উত্তরে বলেন, “এই পর্যায়ে আসার পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান আমার মা এবং আমার শিক্ষকদের। মা এই ইচ্ছেটা প্রকাশ না করলে হয়তো আমার শিল্পী হওয়া হতো না।

স্যারও এতটা উৎসাহ এবং ভালোবাসা দিয়ে শিখিয়েছেন যে শিল্পীর প্রতি আলাদা ভালোলাগা তৈরি হয়েছে। স্যাররা অনুপ্রেরণা না দিলে কখনই শিখতে পারতাম না। কোহিনূর খানমকে অনেক কৃতজ্ঞতা।

বন্ধুমহল থেকেও বেশ সাপোর্ট পেয়েছি। আমি অনেক বেশি সাপোর্ট পেয়েছি ওর থেকে। একটা প্রতিযোগিতায়। অনেকটা চিন্তিত ছিলাম এটা ভেবে যে লোকে কি বলবে! কে কি ধরনের মন্তব্য করবে, ভালো হবে কী হবে না। অর্থাৎ মনোবল একদম শূন্য ছিল। ওই সময়ে বন্ধুরা আমাকে বোঝায় এবং চেষ্টা করে দেখতে বলে। বন্ধুরা বলল, ” সবার চিন্তা ভাবনা এক রকম নয়, যেকোনো কাজে ভালো এবং খারাপ দুটো দিকই থাকে তাই বলে নিজেকে থামিয়ে রাখা যাবে না।

সীমান্তর পছন্দের তালিকায় রয়েছেন শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সাগর সেন, মাহমুদ নবী ও সায়ান চৌধুরী অর্ণবের সবগৃলো গানই ভালো লাগে তার।
বাঙালিয়ানা সব খাবারই তার পছন্দের। তার প্রিয় রং কালো ও নীল, পছন্দের পোশাক ঢোলাঢালা শার্ট ও জিন্স প্যান্ট।

সীমান্তর ভবিষ্যতে নিজেকে ভালো একটি পর্যায়ে দেখতে চায় তার পরিবার।

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১

ঝিনাইদহের শৈলমারী নামক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শ্রী শংকর উপজেলার ধোপাবিলা গ্রামের বাসিন্দা ।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, সকালে ধোপাবিলা গ্রামের বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলযোগে শৈলমারী বাজারে যাচ্ছিল শ্রী শংকর। পথিমধ্যে বাজারের কাছে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনের দিক থেকে আসা একটি গরুর গাড়ির চাকার নিচে চাপা পড়ে। সে সময় তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে।

ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের সাব-স্টেশন অফিসার আব্দুর রউফ মোল্লা জানান, আমরা খবর পেয়ে ভিকটিমকে উদ্ধার করি । মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গরুর গাড়ির নিচে চলে যায় শংকরের। পরে সদর হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন ।

এক মাসেও মেরামত হয়নি ঝিনাইদহ আর কোটচাঁদপুরের সংযোগ সাঁকো

এক মাসেও মেরামত হয়নি ঝিনাইদহের সুতি দূর্গাপুর আর কোটচাঁদপুরের তালসার গ্রামের সংযোগ সাঁকোটি। এতে করে ভেঙ্গে পড়েছে তিন গ্রামের মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা। লেখা-পড়া বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে ৪০ শিক্ষার্থী। সাঁকো মেরামত সহ সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের নিকট স্থায়ী সমাধান চেয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

সুতী গ্রামের মফিজ উদ্দিন ও মানিক মিয়া বলেন,২০০৭ সালে তিন গ্রামের মানুষের স্বেচ্ছা শ্রম ও আর্থিক সহায়তায় সাকোটি নির্মান করা হয়। এতে করে পাশের উপজেলা কোটচাঁদপুরের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ সব ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রতিষ্টিত হয়।

বিশেষ করে তালসার গ্রামের সঙ্গে সংযোগ হওয়ায় আমরা অনেক উপকৃত হয়েছিলাম। ওই গ্রামে রয়েছে তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,একটি বাজার। ওই সব প্রতিষ্টানে আমাদের ছেলে মেয়েরা লেখা-পড়া করতে যেত।

তারা বলেন, এ পারের প্রায় ৪০ জন ছাত্র ছাত্রী ওই সব প্রতিষ্টানে যেতেন। আর এ পারের মানুষ প্রতিনিয়ত তাদের প্রয়োজন মেটাতে তালসার

বাজার যান। এ ছাড়া সাঁকোটি দিয়ে পার হত গোপালপুর,হাজি ডাঙ্গা,মধুহাটি সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ। সাঁকোটি ভেঙ্গে যাওয়ায় এখন বিপাকে সবাই। তারা দ্রুত সাকোটি মেরামত চান। এছাড়া এ সমস্যার দীর্ঘ মেয়াদি সমাধানেরও দাবী করেছেন সংশ্লিষ্টদের নিকট।

তালসার জিটি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী রিংকি খাতুন ও পপি বিশ্বাস বলেন,আগে আমরা সাঁকো পার হয়ে পায়ে হেটে কলেজে যেতাম। কোন খরচ লাগতো না। এখন সাকো ভেঙ্গে যাওয়ায় প্রায় ১ কিলোমিটার রাস্তা হেটে যেতে হয়। এরপর ভ্যানে করে কলেজে যায়। এতে করে প্রতিদিন কলেজে যেতে ৪০/৫০ টাকা খরচ হয়। যা আমাদের পক্ষে বহন করা অসম্ভব।
এছাড়া পায়ে হাটা রাস্তা দিয়ে যাবার সময় আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি ।

কারন হিসেবে তারা বলেন, ওই রাস্তার পুরোটাই মাঠ। এতে করে আমাদের অভিভাবকরা কলেজে পড়ানো নিয়ে ও সংশয়ে আছে। আমরা সাঁকো মেরামত সহ এর স্থায়ী সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্টদের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

ওই কলেজের অধ্যক্ষ আব্বাস আলী বলেন, এ কলেজে মোট ৩১ জন ছাত্র-ছাত্রী সাঁকো পার হয়ে পড়তে আসেন। যার মধ্যে একাদশ শ্রনীর ১২ জন,দ্বাদশে ৭ জন,৫ জন ডিগ্রী আর ৭ জন কারিগরি শাখার। এ ছাড়া পাশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও ১০/১২ জন ছাত্র/ছাত্রী আসেন বলে জেনেছি। সাঁকো ভেঙ্গে যাওয়ায় তারা বিপাকেই পড়েছেন।

তিনি বলেন,আমি সাঁকো মেরামতের জন্য, আমার কলেজের শিক্ষকদের কাছে কিছু আর্থিক সহায়তা চেয়েছি। তারা দিলে এ মাসের মধ্যে তাদের সাঁকো মেরামতের কাজটি করার চেষ্টা করবো। অন্য কোথাও কোন সহায়তা চেয়েছেন কিনা,এমন প্রশ্নে তিনি বলেন,না আমি বিষয়টি নিয়ে তেমন কাউকে বলিনি।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মধুহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলতাফ পারভেজের বলেন,আমি সাঁকো ভেঙ্গে পড়ার ঘটনা শুনেছি। আমি ওই এলাকার মানুষদের আমার কাছে আসার জন্য,গিয়ে বলে এসেছি। তারা আমার সঙ্গে কেউ কোন যোগাযোগ করেনি। বিষয়টি নিয়ে কাজ করার ইচ্ছে আমার আছে। ইতোমধ্যে আমি এ ঘটনাটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন ও করেছি।তিনি বাইরে থাকায় কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি।

কোটচাঁদপুরের কুশনা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহাদুজ্জামান সবুজ বলেন,খবর পেয়ে আমি এলাকায় গিয়েছিলাম। সাঁকো মেরামতের উদ্যেগ

নিতে হবে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কাউকে জানানো হয়েছে কিনা,এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, না তেমন কাউকে বলা হয়নি।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ বলেন, আমি জানতাম না। এখন জানলাম। আমি এলাকায় যাবো। খোঁজ খবর নিয়ে দেখি কি করা যায়।

মেহেরপুরের ইসলামপুর ফটুবল টুনামেন্টে রাইপুর জাগরণী ক্লাব চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুরের ইসলামপুর শান্তি ক্লাবের আয়োজনে ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাইপুর জাগরণী ক্লাব।

গতকাল শুক্রবার বিকালে সদর উপজেলার ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় রাইপুর জাগরণী ক্লাব ১-০ গোলে স্বাগতিক ইসলামপুর শান্তি ক্লাবকে পরাজিত করে। রানার্স আপ দলের রকি সেরা খেলোয়ার নির্বাচিত হন। খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন দল রাইপুর জাগরণী ক্লাবকে ১৫ হাজার টাকা মূল্যের ভেড়া এবং রানার্স আপ দল ইসলামপুর শান্তি ক্লাবকে ১০ হাজার টাকা মূল্যের ছাগল পুরস্কার দেওয়া হয়।

আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভাব্য চেয়ারম্যান প্রার্থী অ্যাড. আব্দুল্লাহ আল মামুন রাসেল বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার তুলে দেন। এসময় স্থানীয় ইউপি মেম্বর সিরাজুল ইসলাম, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি আব্দুল মান্নানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এাস ব্যাপী চলা টুর্নামেন্টে বিভিন্ন এলাকার ১৬টি দল অংশ নেয়। টুর্নামেন্ট নক আউট পদ্ধতিতে পরিচালনা হয়।